জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা(জামকস)

বানিয়াদী, শিবপুর, নরসিংদী

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২ ইং

Jagorani Mohila Kallyan Songstha(JMKS)

Baniadi, Po: Shibpur, PS: Shibpur, Upazila: Shibpur, Dist: Narsingdi

Cell Phone: 01724093256;01711487593

E-mail: jagorani.jmks@gmail.com

Web: jmksbd.com

পরিচালকের কথাঃ

জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা (জামকস) একটি স্থানীয় বেসরকারী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা। ইহা নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার পাহারিয়া অঞ্চল বাঘাব ইউনিয়নের আক্রাশাল গ্রামের কিছু সংখ্যক সমাজ উন্নয়ন কর্মীদের প্রচেষ্টায় গঠিত হয়। ইহা এলাকার পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র মহিলাদের দীর্ঘদিনের ঋণগ্রস্থ অবস্থা থেকে মুক্ত করা এবং তাদের সংঘঠিত করার মাধ্যমে প্রচলিত শোষন প্রক্রিয়ার অবসান ঘটানো এবং মহিলাদের সচেতনতাবৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন ও আর্থসামজিক উন্নয়নের লক্ষে ১৯৮৫ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। এ কার্যক্রমের মধ্যে আছে দল গঠন, প্রশিক্ষণ, কর্ম সংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর পাশাপাশি জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা এলাকার দরিদ্র মহিলাদের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, মিটিং, সমাবেশের আয়োজন করে থাকে।
জামকস নরসিংদী জেলার তিনটি উপজেলার (নরসিংদী সদর, শিবপুর, মনোহরদী, বেলাবো ও পলাশ উপজেলায়) ১৪টি ইউনিযনের ৪১টি গ্রামে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

সংস্থায় সকল কর্মী শিক্ষিত এবং দক্ষ। তাদের সততা ও সহযোগীতায় এলাকার দরিদ্র, নির্যাতিত ও নিপিরীত মহিলাদের উন্নয়নে দিক নির্দেশনা খুজে পাচ্ছি।

এলাকার নারী সমাজ দুর্দশাগ্রস্থ এবং অসহায়। তারা শিক্ষা এবং সম্পদসহ সব রকম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। এলাকার মহিলাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরন করাতে পারলেই আমি নিজেকে সফল মনে করব।

ধন্যবাদান্তে

মোকারিমা বেগম
নির্বাহী পরিচালক
জামকস

শিবপুর,নরসিংদী।

জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা (জামকস) একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। জামকস ১৯৮৫ইং সালে শিবপুর থানায় বাঘাব ইউনিয়নের কিছু সংখক দুঃস্থ বিত্তহীন মহিলাদের নিয়ে গঠিত হয়। এর মূল লক্ষ সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলাদের স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষে সচেনতার মাধ্যমে ক্ষমতা সৃষ্টি, শোষনমুক্ত সমাজ গঠন করা এবং সমাজে স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপনের জন্য আর্থিকভাবে সহযোগীতা করা। জাগরনী মহিলা কল্যান প্রকল্প (জামকস) এর প্রতিষ্ঠাতা জনাবা মোছলেমা জাহান। জামকস নরসিংদী জেলার ৪টি উপজেলার (নরসিংদী সদর, শিবপুর, মনোহরদী, ও পলাশ উপজেলায়) ২৮টি ইউনিয়নের ৬৪টি গ্রামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আইনগত মর্যাদাঃ- জাগরণী মহিলা কল্যাণ প্রকল্প (জামকস) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত যাহার নং-মবিপ-৬৪৫/১৯৮৮, তারিখ-১৩/০৮/১৯৮৮ এবং বৈদেশিক সাহায্যে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনকৃত যাহার নং- ৫৬৭, তারিখ-৪/১২/১৯৯১ইং, এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি, ঢাকা থেকে সনদ প্রাপ্ত যাহার সনদ নং- ০২১১৪-০০২২৫-০০৩৩৪।

জামকসের স্বপ্নঃ- সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুন্দর ও শোষনমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষঃ- সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, মহিলা ও পুরুষ প্রভেদ কমানো, মহিলাদের শিক্ষার হার বাড়ানো, জনসাধারনকে সংগঠিত করা, পরিবেশের ক্ষয় রোধ করা, এবং মহিলাদের স্বাবলম্বি করে পরিবার ও সমাজে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা।

উদ্দেশ্য/কর্ম পরিকল্পনাঃ- প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা(জামকস) গ্রামের দুঃস্থ, বিত্তহীন মহিলাদের সেবার পাশাপশি তাদের সুষম উন্নয়নের লক্ষে কাজ করে আসছে। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রথমত জামকস এর পরিকল্পনা হলো সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে তাদেরকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য এলাকার জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করা এবং সংস্থার কাঠামোতে অর্ন্তভুক্ত করে তাদের কর্মস্পৃহাকে জাগরীত করা।

উদ্দেশ্য সমূহঃ-

- এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্টিকে সামাজিক সচেনতার মাধ্যমে একতাবদ্ধ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সংগে জড়িত করান।
- লক্ষিত জনগোষ্ঠিকে প্রচলিত সরকারী সুযোগ সুবিধা সমূহের সংগে পরিচিত করোনা এবং ঐ সুবিধা সমূহ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থান সূদৃঢ় করানো।
- নিরক্ষতা দূর করা।
- জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করা।
- সৎস চাষ, পশু পালন, সামাজিক বনায়ন ও কুটির শিল্পে কর্মসৃষ্টি করা।
- পরিবেশ উন্নয়ন।
- অসহায় ও নিপিড়ীত মহিলাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা।
- প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় ত্রানমুলক সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা।

- মহিলা ও পুরুষের মধ্যে প্রভেদ কমানো।
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

জামকস লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে তার সুফল এখন চারিদিকে প্রতিফলিত ও পরিলক্ষিত হচ্ছে, উপকারভোগী মহিলারা তার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করছে।

এ লক্ষে জামকস নরসিংদী জেলার ৪টি উপজেলায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১। দল দঠন
২। সঞ্চয় ও পুজি গঠন
৩। শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী
৪। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী
৫। পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচী
৬। স্বাস্থ্ ও পরিবার উন্নয়ন কর্মসূচী
৭। গৃহপালিত পশুপাখি উন্নয়ন কর্মসূচী
৮। আয় বৃদ্ধিমুলক কর্মসূচী
৯। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা
১০। সভা সম্মেলন ও কর্মশালা

সমিতির সদস্যদের চাড়া গাছ বিতরণ ও চাড়া লাগানো-২০২০

প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ- দল গঠন, সঞ্চয়,প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান।

(ক) দল গঠনের নিয়মাবলীঃ- ভূমিহীন ও প্রান্তিক মহিলাদের নিয়ে দল গঠন।
(খ) সদস্যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর হইতে হইবে।
(গ) বিবাহিত/ অবিবাহিত
(ঘ) একই শ্রেণীর হলে ভাল।
(ঙ) স্থানীয়
(চ) এক ঘর থেকে একজন

একটি সমিতি পরিদর্শনের ছবি

দল পরিচালনা পদ্ধতিঃ- দল কর্তৃক নির্বাচিত তিন সদস্য বিশিষ্ঠ (সভানেত্রী, সম্পাদিকা ও ক্যাশিয়ারা) কমিটি দ্বারা দল পরিচালিত হয়। সাপ্তাহিক সভা হয়, উক্ত সাপ্তাহিক সভায় সংস্থার পক্ষে মাঠ কর্মী উপস্থিত থাকেন।

দল গঠনের পর নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় সচেনতামুলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে দলীয় সদস্যদের পরস্পারের প্রতি বিশ্বাস ও আস্তা বাড়ে এবং দল ভালভাবে গড়ে উঠে।

প্রশিক্ষনের বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ-

- সুষম উন্নয়ন সম্পর্কে ধারনা
- সমাজ বিশ্লেষণ ও সমাজে তাদের অবস্থান
- দলের করনীয়
- দল গঠনে সুবিধা
- নেতৃত্ব বিকাশ
- সঞ্চয় ও সঞ্চয়ের প্রয়োনীয়তা
- নারী ও পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়ন
- স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি
- বৃক্ষরোপন
- শিশুরটিকা প্রদান
- বয়স্ক ও শিশু শিক্ষার প্রয়োনীয়তা
- পরিবার পরিকল্পনা সচেতনতা
- মহিলাদের অধিকার ও আইনগত শিক্ষা
- দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ
- ঋণ গ্রহণ ব্যবহার ও পরিশোধের নিয়মসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

একটি সেলাই প্রশিক্ষণের ছবি

প্রধান নির্বাহী সমিতির সদস্যদের বাঁশ বেতের কাজ পরিদর্শন

সঞ্চয় কার্যক্রমঃ- দলভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি করা, বাহিরের ঋণ ছাড়াই সদস্যদেরকে আত্বনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষে এই সঞ্চয় কার্যক্রম।

জামকস এর সদস্যদের সাপ্তাহিক সঞ্চয়, সদস্য প্রতি সর্বনিম্ন ৫০/=টাকা, ইচ্ছা করলে সদস্যদের সাধ্যমত অতিরিক্ত সঞ্চয় জমা দিতে পারে। সঞ্চয়ের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্যাশবই, জেলার, সঞ্চয় রেজিষ্টার, কালেকশনসীট ও পাসবই ব্যবহার করা হয়। সঞ্চয়ের টাকা সংস্থা বিনিয়োগ করে থাকে সঞ্চয়ের উপর বার্ষিক ৬% লভ্যাংশ দেয়া হয়। চাহিবা মাত্র সঞ্চয়ের টাকা সদস্যদের ফেরৎ দেওয়া হয়। জামকস শুরু থেকে অক্টোবর-২০২২ইং পর্যন্ত সর্বমোট ২,২৯,৬১,১১৬/= টাকা সঞ্চয় তহবিল গঠন করেছে, এবং ১,৫৬,২৯,৪১৫/- সদস্যদের মধ্যে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে, বর্তমান সঞ্চয় স্থিতি ৭৩,৮০,৯০৪/- টাকা।

ঋণ কার্যক্রমঃ- জামকস এর অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ঋণ কার্যক্রম অনতম। সমাজে গরীব, অসহায়, বেকার ও নির্যাতিত মহিলাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে আয় সৃষ্টির পথ তৈরি করা, গ্রাম্য মহাজনদের অধিক সুদের হার থেকে গরীব মানুষকে রেহাই দেওয়া, এবং সংগঠিত ভূমিহীন নারী সমাজকে সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি আর্থিকভাবে আত্বনির্ভরশীল করার জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ঋণ ব্যবস্থাপনাঃ-

দলের বয়স ৬ মাস হইতে হইবে। দল কর্তৃক ঋণী নির্বাচিত হয়, প্রথম ঋণ ৩০,০০০/=টাকা, প্রতি বছর ১০,০০০/= টাকা করে বৃদ্ধি পায়। গ্রেজ পিরিয়ড ১৫দিন গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সুপারিশের উপর ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ কার্যক্রমের জন্য ঋণ পাশ বই, ক্যাশবুক, সাবসিডিয়ারী লেজার, মাষ্টার রোল, আবেদন পত্র, চুক্তিপত্র, কালেকশনসীট, ব্যালেন্স রেজিষ্টার, ও বাপ্তাহিক রিপোর্ট ব্যবহার করা হয়।

ঋণের খাতঃ- (১) ক্ষুদ্র ব্যবসা (২) ধানভানা প্রকল্প (৩) বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ (৪) গাজী পালন (৫) হাঁস মুরগীও ছাগলপালন (৬) নার্সারী (৭) রিক্স (৮) বাশঁবেতের কাজ (৯) মৎস চাষ (১০) কুটির শিল্প।

জামকস শুরু থেকে এ পর্যন্ত (অক্টোবর-২০২২) ঘূর্নায়মান হিসেবে ১৩,২১২ জন সদস্যর মধ্যে ১৮,৪৫,০০,৫০০/= টাকা ঋণ বিতরন করেছে এবং ১৫,৮৪,৫৮,৯০৪/- টাকা আদায় হয়েছে।

গ্রাম ও উন্নয়ন কমিটিঃ- প্রতিটি গ্রামে পরিচালিত দলের সভানেত্রীদের নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির কাজ হলো গ্রামে পরিচালিত দলগুলোকে সার্বিক সহোযোগিতা করা।

প্রত্যেক মাসে ইউনিয়ন কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় দলের সুবিধা অসুবিধা, উন্নয়ন পরিকল্পনা, ও বাস্তবায়নের উপর আলোচনা হয় ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প তৈরি করা হয়।

প্রশিক্ষণ ও সভাঃ- জামকস, সমাজের বিপন্ন, অসহায়, বঞ্চিত মহিলাদের কল্যান ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং সুষম উন্নয়নের লক্ষে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে এর জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে এবং চার জন প্রশিক্ষক রয়েছে। জামকস শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩,৩৪১ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

ভিজিডি প্রশিক্ষন কেন্দ্র

যেমন- ক) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন (হাঁস মুরগী পালন, গরু ছাগল, ভেড়া মোট তাজা করন, বাঁশ বেত, সেলাই প্রশিক্ষণ, নার্সারী, মৎস চাষ, শাক সবজি চাষ) খ) কর্মী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ) হিসাব ব্যবস্থাপনা, ঘ) নেতৃত্ব বিকাশ ঙ) আইন সহায়তা চ) জেন্ডার (নারী পুরুষ সমন্বয়) ছ) প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা জ) ধাত্রী বিদ্যা ঝ) টিবিএ ঞ) গ্রাম প্রশিক্ষণ।

সভা ও র‍্যালীঃ **জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা (জামকস) বিভিন্ন সভা সমাবেশ ও র‍্যালীতে অংশ গ্রহন করে থাকে। বিশেষ করে উপজেলা সমন্বয় সভা, জেলা সমন্বয় সভা, বিভিন্ন দিবশ পালনে র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশ গ্রহন করে।**

প্রশাসকের কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন

নারী উন্নয়ন মেলা শিবপুর, নরসিংদী জেলা

নারী উন্নয়ন মেলায় অংশ গ্রহন

আন্তজাতিক নারী দিবশে অংশগ্রহন

ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণঃ-

নিরাপদ প্রসবের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ হিসেবে দলের শিক্ষিত মহিলাদের গ্রাম্য ধাত্রী বিদ্যার উপর ৬ মাসের কোর্স করানো হয়েছে।

জামকস যেহেতু সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদেরকে নিয়ে কাজ করে তাই সমাজের অসচেতন মহিলাদের কে সচেতন করার লক্ষে ১২জন শিক্ষিত মহিলাদেরকে গ্রাম্য ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তারা গ্রামের মহিলাদের গর্ভকালীন সময়ের পরিচর্যাসহ নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা করে থাকেন। এতে গ্রামের মহিলাদের অনেক উপকৃত হচ্ছেন, গর্ভকালীন সময়ে তাদের আর দৌড়ে হাসপাতালে আসতে হয় না। সংস্থার ধাত্রীরাই গর্বকালীন সময়ে মায়েদের বাড়ী যেয়ে চেকআপ করেন, কোন সমস্যা হলে ডাক্তারী পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং ঝুকি পূন প্রসবকালীন সময়ে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। প্রসবকালীন সময়ে যে সব যত্ন নিতে হয় তাহা তারা সুন্দর ও সাবলিল ভাবে মায়েদের বুঝিয়ে থাকেন। এতে মহিলাদের পূরনো ধ্যান ধারনা ভেঙ্গে গর্ভকালীন সময়ে নিজকে স্বাস্থ্য সম্মত পরিচর্যা করতে পারেন। এতে প্রসবকালীন সময়ে মা ও শিশুর ঝুকি কমছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাঃ-

কিশোর কিশোরীঃ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় নরসিংদী জেলার পলাশ থানার ইউনিয়নে ১৫টি কেন্দ্র পরিচালনা করেছে। মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫০জন।

বয়স্ক শিক্ষাঃ- জামকস গ্রামের নিরক্ষর মহিলাদের স্বাক্ষর করার লক্ষে ৯৬টি কেন্দ্র পরিচালনা করেছে, যার মাধ্যমে ১৯২০ জন সদস্য অক্ষর জ্ঞান লাভ করেনেছ।

ভিজিডি প্রোগ্রামঃ জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা (জামকস) ব্রাম্মনবাড়িয়া জেলার জেলা সদর এবং আশুগঞ্জ উপজেলায় ২০১৮-২০১৯ চক্রের শুধুমাত্র অতি দরিদ্র পরিবারের মহিলা সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য এই কার্যক্রমটি ইতিবাচক ভুমিকা রেখেছে। ২০১৯-২০২০ চক্রে নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর ও মনোহরদী উপজেলায় ভিজিডি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ভিজিডি প্রোগাম এর একটি ইউনিয়নের প্রশিক্ষণ-২০২০

ল্যাকটেটিং প্রোগ্রামঃ জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা (জামকস) ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৯-২০২০ চক্রে নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর, মনোহরদী ও পলাশ উপজেলায় ল্যাকটেটিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করেছে।

সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ ও বিনা মূল্যে বিতরণ ঃ জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ৭৪ জন অতি দরিদ্র মহিলা, বিধাব, তালাক প্রাপ্তা, প্রতিবন্ধি ও এতিমদের মধ্যে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মধ্যে বিনামূল্যে ৭৪ জনকে ৭৪টি মেশিন বিতরণ করা হয়।

মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্তৃক বিনামূল্যে সেলাই মেসিন বিতরণ

ভেড়াপালণ প্রশিক্ষণ ও বিনা মূল্যে ভেড়া বিতরণঃ জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে ২০২০ইং সালে ১৬ জন অতি দরিদ্র মহিলা, বিধবা, তালাক প্রাপ্তা, প্রতিবন্ধি ও এতিমদের মধ্যে ভেড়া পালণ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মধ্যে বিনামূল্যে ১৬ জনকে ৩২টি ভেড়া বিতরণ করা হয়, বর্তমানে তাদের ভেড়া সংখ্যা ৬০টি। চলতি বছর ফাউন্ডেশনের অনুদানে ১৮ জন দরিদ্র ও অবহেলিত মহিলাদের মধ্যে ৩৬টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে।

উন্নত চুলাঃ পরিবেশ দূষন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে, গ্রামীন মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ইডকলের মাধ্যমে জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা(জামকস) ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলায় ও গাজিপুর জেলার কাপাশিয়া উপজেলায় উন্নত চুলা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আগামি পাঁচ বছরে ফুলপুর উপজেলায় ১ লক্ষ এবং কাপাশিয়া উপজেলায় ১ লক্ষ চুলা বিতরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধিদের অনুদান প্রদানঃ জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা(জামকস) নিজস্ব তহবিল ও জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর আর্থিক সহায়তায় এলাকার ৩৫জন প্রতিবন্ধীকে আর্থিক সহায়তা ও বিনামূল্যে ছাগল বিতরণ করা হয়।

ত্রাণ কার্যক্রমঃ জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা(জামকস) নিজস্ব তহবিল থেকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ৫০জন পরিবারকে ত্রাণ সহায়তা (৭ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল, ১টি সাবান, ১লি সোয়াবিন তৈল, ২কেজি আলু) প্রদান করেছে, বিশেষ করে সিএনজি চালক, গৃহকর্মী দের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এবং ২৭৫০ জনের মধ্যে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরন করা হয় এবং প্রত্যেকটি সমিতিতে করোনা ভাইরাস এর উপর সচেতনতা মূলক আলোচনা করা হয়।

করোনা ভাইরাস এ ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

কর্মী নিয়োগঃ- কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে কর্মী নিয়োগ এবং ম্যানুয়েল মোতাবেক বেতন ভাতা প্রদান করা হয়। বর্তমানে জামকসের কর্মী সংখ্যা ২২ জন।

কর্মী সভাঃ- প্রতি সপ্তাহে এবং প্রতিমাসে কর্মী মিটিং হয়, কর্মী সভায় সাপ্তাহিক ও মাসিক কর্ম পরিকল্পনা তৈরি, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন তৈরি এবং উপস্থাপন করা হয় ও পরবর্তী সপ্তাহের/মাসের পরিকল্পনা তৈরি ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ব্যবস্থাপনাঃ- কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাগরণী মহিলা কল্যাণ সংস্থা ২টি পরিষদ রয়েছে (১) ৩১ সদস্য বিশিষ্ট সাধারন পরিষদ (২) ৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্য্যনির্বাহী পরিষদ। কার্য্য নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংস্থার পক্ষে নির্বাহী পরিচালক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী বাহিনীর সহায়তায় কার্য্যক্রম পরিচালনা করেন।

নির্বাহী পরিষদ মিটিং ২০২১

অডিটঃ- প্রতি বৎসর একবার সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম দিয়ে হিসাব নিকাশ পর্যবেক্ষন ও অডিট করা হয়।

এক নজরে জামকস এর কার্যক্রম (শুরু থেকে অক্টোবর ২০২২ ইং পর্যন্ত)

কর্মসূচীর নাম	মোট	
ইউনিয়ন সংখ্যা	১৩ টি	
গ্রাম সংখ্যা	৪১টি	
সমিতির সংখ্যা সংখ্যা	৮৯টি	
সদস্য সংখ্যা	১৫৪৪ জন	
শিক্ষা কার্যক্রম বয়স্ক শিক্ষাঃ কেন্দ্র সংখ্যা শিক্ষার্থী সংখ্যা কিশোর কিশোরী শিক্ষাঃ কেন্দ্র সংখ্যা শিক্ষার্থী সংখ্যা	 ৯৬টি ১৯২০জন ১৫টি ৪৫০টি	
ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা (ঘূর্নায়মান)	১৩,২১২ জন	
ঋণের পরিমান (ঘূর্নায়মান)	১৮,৪৫,০০,৫০০	
ঋণ আদায় (আসল)	১৫,৮৪,৫৮,৯০৪	
ঋণ স্থিতি (আসল)	২,৩৯,৬৩,৯২২	
বর্তমান ঋণী	১৩২১ জন	
সঞ্চয় তহবিল	৭৩,৮০,৯০৪	
চাড়া উৎপাদন	১১৮২৩	
চাড়া বিতরণ	৮৫০	
স্যানিটেশন বিতরণ	২৬৪সেট	
টিউবওয়েল বিতরণ	৪৬সেট	
প্রশিক্ষণ প্রদান (মোট)	৩৮৬৯	
দক্ষতা উন্নয়নঃ-	২২৪জন	
হাঁস মুরগী পালন	১০০জন	
নার্সারী	৩০০জন	
কুটির শিল্প	৮০জন	
মৎস চাষ	২২জন	
কর্মী উন্নয়ন	৬৫জন	
হিসাব ব্যবস্থাপনা	৬৫৩জন	
নেতৃত্ব বিকাশ	২৮৯জন	
লিগ্যাল এইড	৩৫০জন	
নারী পুরুষ সমন্বয়	৪৮০জন	
প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনা	২০৪জন	
ধাত্রী	১৬২জন	
টিবিএ	২৪১জন	
গ্রাম উন্নয়ন মিটিং	২৯০জন	
ডেভল্পমেন্ট এলাইচ	২০জন	

সংস্থার সবল দিকঃ-

ক) সংস্থার সকল কর্মীগন শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা সততার মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের সাথে কাজ করছে।

খ) স্বচ্ছ হিসাব পদ্ধতি রয়েছে, এবং দাতা ও সরকারের সাথে নিবির যোগাযোগ রয়েছে।

গ) সংস্থার সকল কর্মীদের মধ্যে সংস্থার ভিশন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা রয়েছে, সে কারনে তারা সমাজের দরিদ্র মহিলাদের সুষম উন্নয়ননে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

ঘ) সংস্থার নির্বাহী পরিচালক শিক্ষিত এবং প্রশিক্ষন প্রাপ্ত।

জামকস এর সহযোগী সংস্থা সমূহ

দাতাদের তালিকাঃ-

- এ,পি,এইচ,ডি- হংকং (চলমান)
- স্যাপ-বাংলাদেশ, ঢাকা
- পল্লীকর্ম সহায়ক ফাইন্ডেশন, ঢাকা
- ডাব্লিউ,এফ,পি
- ডি,এন,এফ,ই
- ভি,ই,আর,সি
- কারিতাস, বাংলাদেশ
- সিডিএফ
- সিবিমো-নেদারল্যান্ড
- বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন(বিএনএফ)
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
- স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়

<u>নেটওর্য়াক সদস্যঃ-</u>

- ভি,ই,আর,সি
-কারিতাস,বাংলাদেশ
-সিডিএফ
- এনেব
- এডাব
- জিডিএফ
- এম আর এ
- এনজিও ব্যুরো

টেকসইঃ- কর্মএলাকার আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ, পরিচালনায় ভাল মানসিকতা, সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহন, সূষ্ঠ তদারকি ও মূল্যায়ন এবং সর্বপরি সুষ্ঠ ও শক্তিশালী ব্যবস্থাপনার জন্য জামকস বর্তমানে আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করে থাকে।

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এজন গ্রামীণ ট্রেইলার এর কাজ

প্রশিক্ষণ পরবর্তী বিনামূল্যে মেসিন বিতরন

সমাপ্ত

কার্যক্রমের কিছু ছবি

চক্ষুসেবা কার্যক্রম

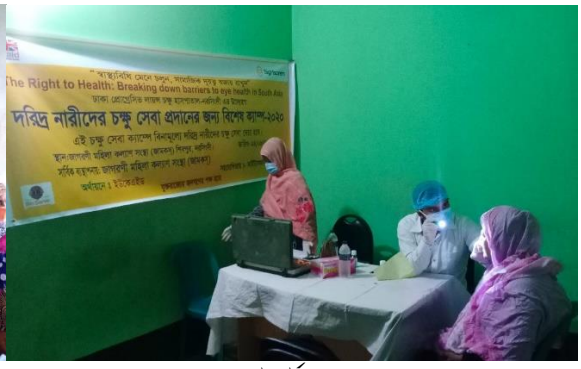

চক্ষুসেবা কার্যক্রম

সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা জনাব মোকারিমা বেগমের সমিতি পরিদর্শন

২০২০ ইং সালের ভেড়াপালন প্রশিক্ষণ সেসন

২০১৯-২০২০ চক্রে মনোহরদী উপজেলায় ভিজিডি সদস্যদের প্রশিক্ষনে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিস ব্যাগ বিতরণ

কর্মকর্তা কর্মচারীদের অফিস ব্যাগ বিতরণ

ভেড়াপালণ প্রকল্প মূল্যায়নে বি এন এফ প্রতিনীধি

বিএনএফ প্রতিনীধির সাথে সংস্থার ইসি সদস্যর মিটিং

বিএনএফ এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি অনুষ্ঠানে কেক কাটা

সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকার সবজি বাগান পরিদর্শন

শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ

স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারী

স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটারী

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শিবপুর স্যারকে স্বাগত জানান জামকস এর নির্বাহী পরিচালক

প্রতিবন্ধিদের মাঝে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্যার।

অতি দরিদ্রদের মাঝে ছাগল বিতরণ করেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

অতি দরিদ্রদের মাঝে বিনামূল্যে ছাগর বিতরণ করেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্যার উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।

প্রতিবন্ধিদের মাঝে অনুদান ও অতি দরিদ্রদের মাঝে ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মহোদয়গন।